তারিখ 19 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ভোরের কাগজ

উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রসঙ্গে

বর্তমানে প্রচলিত উপবৃত্তি কার্যক্রম যথাযথরূপে কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। এর সংশোধন আবশ্যক। নীতিমালা মোতাবেক ৭৫% উপস্থিতিসহ কমপক্ষে ৪৫% নম্বর স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পেতে হবে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে প্রায় সকল ছাত্রীর বেলায় এ শর্তের কলাম পূরণ করে দিয়ে উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ করতে হয়। পরীক্ষার ফলাফল এবং উপস্থিতির হার! লেখাপড়া করুন বা না করুক নাম থাকলেই টাকা। মফস্বল পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকা পাওয়া থেকে কোনো ছাত্রী বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চরম অপদস্ত হতে হয়। তাই সাধারণত সকলের টাকা উঠাতে হয়। সকলেই প্রমোশন পান এবং এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বাধ্য হন (এতে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও ফরম পূরণ করতে হয়, ফলে উভয়ের ফলাফলে বিপর্যয় ঘটে)। যদি প্রতিটি ক্লাসেই এসব ছাত্রীরা কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিত থেকে কমপক্ষে ৪৫% নম্বর পেয়ে ক্লাস ডিঙিয়ে থাকে; তবে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ছাত্রী কৃতকার্যের হার থাকতো ৯০%-এর ওপর। বাস্তবে নকলবিহীন পরীক্ষায় ছাত্রী ফলাফল কতো? তাই নীতিমালা সংশোধন আবশ্যক বলে মনে করি। এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হচ্ছে-

সরকার ছাত্রীদের বেতন মওকুফ এবং উপবৃত্তি প্রদানের বিষয়ে আন্তরিক। উপবৃত্তি কার্যক্রমকে অসত্যের আশ্রয় ব্যতীত সত্যিকার অর্থে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যে ক্লাসে যতোজন ছাত্রী থাকবে তাদেরকে ১০০% ধরে প্রথম ২৫% প্রথম পর্যায়ে, দ্বিতীয় ২৫% দ্বিতীয় পর্যায়ে, তৃতীয় ২৫% তৃতীয় পর্যায়ে, চতুর্থ ২৫% চতুর্থ পর্যায়ে নির্ধারণ করে বেতন এবং উপবৃত্তির সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। এখানে পর্যায়ভিত্তিক স্তরে ছাত্রী সংখ্যা (শতকরা হার) কম বা বেশি নির্ধারণ করা যেতে পারে। ছাত্রীদের পর্যায়ক্রমিক টাকা বরাদ্দ থেকে কোন ছাত্রী কোন পর্যায়ে উপবৃত্তি পাবে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের ক্রমপর্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান/শিক্ষকগণ নির্বাচিত করবেন (উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনায় আসবে)। প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সকল বিবেচনায় বিধি মোতাবেক পর্যায়ক্রমিক ছাত্রীদের তালিকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে প্রদান করবেন। এতে অসত্য তথ্য শিক্ষকদেরকে তৈরি এবং দাখিল করার সুযোগ বা প্রয়োজন হবে না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজেরাই কে কোন পর্যায়ে উপবৃত্তি পেলো, তার ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা বা খোঁজ-খবর থাকবে। ফলে কেউ ইচ্ছা করলেও কোনো প্রকার হেরফের করার সুযোগ থাকবে না। কোনো ছাত্রীকে ডিঙ্গিয়ে উপবৃত্তি প্রদান করতে চাইলেও তা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ উপস্থিত সকল ছাত্রী পর্যায়ক্রমিক বৃত্তি (কম বা বেশি পাওয়ার) বিষয়টির সঙ্গে সরাসির জড়িত, তাই কোনো ছাত্রীকে অবমূল্যায়ন করার সুযোগ না থাকাটা স্বাভাবিক।

বেতন ও উপবৃত্তির সুবিধার পর্যায়ক্রমিক তারতম্যের কারণে (কেন বেতন এবং উপবৃত্তির সুযোগ কমবেশি পেলো) অভিভাবকগণ ছাত্রীর লেখাপড়ার বিষয়ে অধিক মনোযোগী হবেন। শিক্ষার মান প্রতিযোগিতামূলকভাবে অবশ্যই বাড়বে। ভুয়া তথ্য জমা প্রদানের প্রয়োজন হবে না। যা ফলাফল তারই ভিত্তিতে পর্যায় নির্ধারণ এবং সে মোতাবেক উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হলে সকলেই পর্যায়ক্রমিক বেতন ও উপবৃত্তির সুবিধা পাবে। ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে; চূড়ান্ত পরীক্ষার ফরম পূরণে জটিলতা অনেকাংশে লাঘব হবে এবং পাবলিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল অর্জিত হবে। দেশ জাতি উপকৃত হবে। সরকারের গৃহীত চিন্তা চেতনা সার্থক হবে।

আলমগীর কবির পাটওয়ারী
অধ্যক্ষ, হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।